Cambridge Assessment International Education

Cambridge O Level

BENGALI **3204/02**

Paper 2 Language Usage and Comprehension **May/June 2023**

INSERT **1 hour 30 minutes**

INFORMATION
- This insert contains the reading passages.
- You may annotate this insert and use the blank spaces for planning. **Do not write your answers** on the insert.

This document has **4** pages. Any blank pages are indicated.

KI 312767/3
© UCLES 2023

https://xtremepape.rs/

বিভাগ : খ

*এই নিবন্ধটি পড়ে প্রশ্নপত্রের **26** থেকে **32** নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।*

জীবনযাপনে সবুজ বিপ্লব

প্রত্যেক ক্রিয়ারই একটি প্রতিক্রিয়া থাকে। একথা শুধু বিজ্ঞানে নয়, প্রকৃতির হিসেব-নিকেশের ক্ষেত্রেও খাটে। প্রযুক্তিগত দিক থেকে সমাজ উন্নতি করলেও বিজ্ঞান পরিবেশের অনেক ক্ষতিসাধন করছে। সুস্থ পরিবেশ মানেই সবুজ প্রকৃতি। কিন্তু মানুষ নিজেদের প্রয়োজনে সবুজ প্রকৃতিকে ধ্বংস করে একে ভারসাম্যহীন করে তুলছে। প্রকৃতির ভারসাম্যহীনতার এই সংকট কাটিয়ে উঠতে প্রয়োজন জনসাধারণের সচেতনতা।

খতিয়ে দেখলে বোঝা যাবে যে অতীতেই হয়তো আমরা অনেক বেশি পরিবেশ-বান্ধব ছিলাম। সেসময়ে লোকজন বাজারে গেলে দুটো করে ব্যাগ নিয়ে যেতো। একটি মাছ-মাংসের জন্য, অন্যটি শাক-সবজির জন্য। নিত্যদিনের তরকারির খোসা এক জায়গায় জমা করে বেলাশেষে তা গাছের গোড়ায় বা বাড়ির পিছনের অংশে মাটিতে ফেলা হতো। ধীরে ধীরে তা মাটিতে মিশে জৈবসার হয়ে যেতো। কিন্তু এখন কংক্রিটের মেঝেতে না রয়েছে মাটির অস্তিত্ব, না রয়েছে সবুজের স্পর্শ। ব্যাগ নিয়ে বাজারে যাওয়ার চলও প্রায় উঠে গিয়েছে। এর বদলে প্রত্যেকেই দোকান থেকে জিনিসপত্র কিনে প্লাস্টিক ব্যাগে ভরে বাড়ি ফেরে। এই অভ্যেস কিন্তু কোনও সচেতন নাগরিকের কর্তব্য হওয়া উচিত নয়।

‘বর্জ্যও একটি সম্পদ’ এই কথাটি যে বাস্তবায়ন করা সম্ভব, সেটা মাথায় রাখতে হবে। প্রকৃতি থেকে বিনামূল্যে যা যা আমরা প্রতিনিয়ত গ্রহণ করি, সেটার ঋণ হিসেবেও যে আমাদের কিছু নৈতিক দায়িত্ব থেকে যায়, তা কেউ তলিয়ে দেখি না। বরং উন্নতির নামে প্রতিনিয়ত ক্ষতির হিসেব আরও বাড়িয়ে দিই। একজন মানুষ যদি প্রতিদিন কল ছেড়ে হাতমুখ ধোয় বা 15-20 মিনিট ধরে গোসল করে, সেক্ষেত্রে প্রায় 30 লিটারের মতো পানি খরচ হয়। এই পানি যদি সংগ্রহ করে বাড়ির উঠোন পরিষ্কার কিংবা গাছে পানি দেওয়া যায় তাহলে পানির অপচয় অনেক কম হয়।

পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে এখন ‘সবুজ স্থাপনা’ তৈরি হচ্ছে। সেখানকার বাড়িগুলো নির্মাণের সময় ব্যবহৃত জল এবং বর্জ্য পদার্থের পুনঃব্যবহার করা হয়। পাশাপাশি বাড়িতে আলো ঢোকার ব্যবস্থা থাকে, যাতে দিনের বেলা কৃত্রিম আলো ব্যবহারের প্রয়োজন না পড়ে। বাংলাদেশে ‘সবুজ স্থাপনা’র এসব ধারণা এখনও সেভাবে আসেনি।

সঠিক পরিকল্পনা ও পরিবেশ সচেতনতা থাকলে এই সমস্যার সমাধান খুব কঠিন নয়। সৌরশক্তি বা সূর্যের তাপকে কাজে লাগিয়ে সরাসরি তাপ এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। ইউরোপের দেশগুলো খুব ঠাণ্ডা হওয়াতে প্রযুক্তির ব্যবহার করে সূর্যের আলো কম থাকা সত্ত্বেও সরকারি অনুদান নিয়ে তারা বাড়িতে সোলার প্যানেল লাগিয়ে ঘর গরম করছে। কিন্তু বাংলাদেশের মতো গরম দেশে প্রচুর সূর্যের আলো এবং তাপ থাকলেও পয়সার অভাবে এই শক্তিকে কাজে লাগানো যাচ্ছে না।

প্রকৃতিকে রক্ষা করার জন্য আরেকটি অন্যতম উপায় হচ্ছে বৃক্ষরোপণ। মানুষ বৃক্ষরোপণ করে বাড়িঘর ও আসবাবপত্র তৈরীর কাঠের জন্য। এতে প্লাস্টিকের ব্যবহার কম হয়। তাছাড়া স্বাস্থ্যকর ফলমূল উৎপাদনের জন্যও বৃক্ষরোপণ অত্যাবশ্যক। গাছগাছালিও প্রকৃতিকে স্নিগ্ধ ও সবুজ রাখে। কিন্তু প্রকৃতিকে রক্ষা করার জন্য গাছপালার সবচেয়ে বড় ভূমিকা হলো এরা বাতাসের কার্বন ডাই অক্সাইড শোষণ করে অক্সিজেনের পরিমাণ বাড়ায়। এতে বায়ুদূষণ কমে।

আমাদের প্রতিদিনের জীবনধারাকে পরিবেশবান্ধব করতে হলে বেশ কিছু পদক্ষেপ নিতে হবে। প্রথমত, জিনিসের ব্যবহারে বর্জ্যের পরিমাণ কমাতে হবে এবং প্রতিটি জিনিসই এমনভাবে ব্যবহার করতে হবে যাতে অপচয় কম হয়। তাছাড়া প্লাস্টিক বানাতে যে তেল এবং গ্যাস লাগে সেটার ব্যবহারও কমাতে হবে। তবে বিশ্বের উষ্ণতা কমাতে হলে সৌরবিদ্যুৎ বা বাতাসের টারবাইন দিয়ে জ্বালানিবিহীন বিদ্যুৎ উৎপাদনের কোনো বিকল্প নেই।

https://xtremepape.rs/

বিভাগ : গ

*এই নিবন্ধটি পড়ে প্রশ্নপত্রের **33** থেকে **43** নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।*

অনলাইনে শিক্ষকতা

যে কলেজে আমি শিক্ষকতা করি তার অবস্থান বাংলাদেশের একেবারে দক্ষিণে। এটি বঙ্গোপসাগরের কাছাকাছি। এখান থেকে সমুদ্রের দূরত্ব মাত্র বিশ কিলোমিটার। এর আশেপাশে রয়েছে কয়েকটি দ্বীপ। দ্বীপগুলোর ছেলেমেয়েদের পড়ার একমাত্র কলেজ এটি। এই কলেজে ছাত্রদের সংখ্যা ছাত্রীদের চাইতে কম। দ্বীপের ছেলেরা শৈশবে লেখাপড়া করে স্থানীয় স্কুলগুলোতে। বেড়ে ওঠার সময় স্কুলের বাইরে বাবামায়ের অনুশাসনে তারা একঘেয়ে জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। ফলে স্কুলজীবন শেষ হলে তারা বৃহত্তর জীবনের আস্বাদ পেতে চায়। বড়ো শহরের কলেজে ভিন্ন পরিবেশে পড়তে চায়। সেখানে লেখাপড়ার অবসরে নতুন নতুন বন্ধুদের সাথে হৈচৈ করে সময় কাটায়। নামে সহ-শিক্ষা কলেজ হলেও এসব কারণে মেয়েরাই বেশিরভাগ পড়তে আসে আমাদের কলেজে।

বর্তমানে দেশের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মতো আমাদের কলেজেও অনলাইনে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে অনলাইনে ক্লাস করাতে গিয়ে যেসব অসুবিধা হচ্ছে তা হলো এখানে বেশিরভাগ সময়েই ইন্টারনেটের সংযোগ থাকে না। ফলে ‘গুগল ক্লাসরুম’ এবং ‘জুম’-এর মতো অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলোর মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে শিক্ষকের সরাসরি যোগাযোগের সুযোগ নেই বললেই চলে। যেখানে ছাত্রছাত্রীরা মেইল ব্যবহার করতে পারে না বা করতে জানলেও একটা মেইল পাঠালে দীর্ঘ সময় ব্যয় হয় সেই মেইল শিক্ষকের কাছে পৌঁছাতে। কম্পিউটার বা ল্যাপটপ অনেকের বাড়িতে নেই। তাছাড়া পড়াশোনা চালাতে গেলে যেটুকু নিম্নতম খরচের প্রয়োজন তার অভাব থেকে যাচ্ছে গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ শিক্ষার্থীদের। মুষ্টিমেয় কিছু ছাত্রছাত্রী এর সুযোগ নিতে পারলেও অধিকাংশই রয়ে যায় শিক্ষকের পাঠদানের ধরাছোঁয়ার বাইরে।

যাই হোক, এভাবেই চলতে লাগলো ক্লাস। শুধু ভিডিও আপলোড করা, নোট্‌স দেওয়া, টেক্সট থেকে ছবি তুলে পোস্ট করা - এই হলো আমার কাজ। হঠাৎ এলো শিক্ষাবোর্ডের ঘোষণা: ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা নিতে হবে খুব শীঘ্র। কোন পদ্ধতিতে পরীক্ষা হবে, তা ঠিক করবে কলেজ কর্তৃপক্ষ। আমার মতো এই প্রত্যন্ত গ্রামীণ কলেজের অন্যান্য শিক্ষকরাও পড়লেন সংকটে। অনেক ভেবেচিন্তে আমাদের অধ্যক্ষও ঘোষণা করলেন: ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যদি কেউ অনলাইনে পরীক্ষা দিতে নিতান্ত অপারগ হয়, তাহলে তাকে কলেজে আবেদনপত্র জমা দিতে হবে। কলেজের কোনও শিক্ষক সেই ছাত্র বা ছাত্রীর বাড়ির নিকটবর্তী কোনও কেন্দ্রে গিয়ে তার পরীক্ষা নিয়ে আসবেন। আর যারা অনলাইনে পরীক্ষা দেবে, তারা নিজেদের মেইল অ্যাড্রেসে এবং কলেজের ওয়েবসাইটে নির্দিষ্ট দিনে ও নির্ধারিত সময়ে প্রশ্নপত্র পেয়ে যাবে। তারপর বিষয়ভিত্তিক বিভাগীয় মেইল অ্যাড্রেসে এবং নির্দিষ্ট শিক্ষকের হোয়াট্‌স-অ্যাপে তাদের উত্তরপত্রের পিডিএফ ফাইল পাঠাতে হবে।

তবে আমাদের মনে রাখা দরকার যে, ছাত্রছাত্রীরা দীর্ঘদিন ধরে অভাব বোধ করেছে বন্ধুদের সাথে সামনাসামনি মেলামেশার ও কলেজপ্রাঙ্গণে একসঙ্গে ঘোরাঘুরির উষ্ণ আমেজের। বেড়ে ওঠার সময় জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে গড়ে ওঠা বন্ধুত্বের ও সমবয়সীদের সঙ্গ নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের স্মৃতিকে করে স্মরণীয়। দুর্ভাগ্যক্রমে, এসব থেকে তারা বঞ্চিত। তাই অনলাইন পাঠে অনাগ্রহী ছাত্রছাত্রীদের অনেকেই যে প্রথাগত উপায়ে পরীক্ষা দিতে উৎসাহী হবে - এটাই আমার প্রত্যাশা।

কিন্তু আমিই বা এখন কোথায়? কলেজ যাওয়ার পথে সবুজ মাঠের প্রান্ত, ছায়ানিবিড় ও মেঠো পথ, কলেজ-ভবনে ছাত্রছাত্রীদের ঘোরাফেরা, কথাবার্তা, শিক্ষক-শিক্ষিকার নিজেদের মধ্যে অবসরকালীন গল্প বিনিময়, বেলা পড়তেই বাড়ি ফেরার উদ্যোগ – সবই যেন নিমেষে উধাও হয়ে গেছে। শুধু সামনে আছে আমার ডিজিটাল স্ক্রিন।

https://xtremepape.rs/

BLANK PAGE

Permission to reproduce items where third-party owned material protected by copyright is included has been sought and cleared where possible. Every reasonable effort has been made by the publisher (UCLES) to trace copyright holders, but if any items requiring clearance have unwittingly been included, the publisher will be pleased to make amends at the earliest possible opportunity.

To avoid the issue of disclosure of answer-related information to candidates, all copyright acknowledgements are reproduced online in the Cambridge Assessment International Education Copyright Acknowledgements Booklet. This is produced for each series of examinations and is freely available to download at www.cambridgeinternational.org after the live examination series.

Cambridge Assessment International Education is part of Cambridge Assessment. Cambridge Assessment is the brand name of the University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES), which is a department of the University of Cambridge.

https://xtremepape.rs/